যুগান্তর

20 DEC 2012

পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

ভিকারুননিসায় ছাত্রী ভর্তিতে দুর্নীতি চলছে

সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ

যুগান্তর রিপোর্ট

ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ অভিভাবক ফোরামের নেতারা অভিযোগ করেছেন, স্কুলটিতে ২০১২ সালে প্রথম শ্রেণীতে ছাত্রী ভর্তির সময় বিভিন্ন শাখায় প্রথমে লটারির মাধ্যমে ১৪০০ জনকে নেয়া হলেও; পরে গুনে দেখা গেছে মোট ভর্তি হয়েছে ১৭০০-র বেশি ছাত্রী। অতিরিক্ত তিন শতাধিক ছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রে গোপনীয়তা ও অনিয়ম হয়েছে। বুধবার সকালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ অভিযোগ তুলে ধরেন অভিভাবক ফোরামের নেতারা। সেই সঙ্গে ২০১৩ সালের ভর্তির ক্ষেত্রেও নানাবিধ অনিয়ম হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন তারা। এ সময় অনেক অভিভাবকও নেতাদের কথার সঙ্গে একমত প্রকাশ করেন এবং নিজেদের

চলছে : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৮

চলছে : দুর্নীতি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বিভিন্ন অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। নাজমা ইয়াসমিন নামের একজন অভিভাবক অভিযোগ করেন, তার সামনেই মঙ্গলবার ইংরেজি মাধ্যমে ১৪০ আসনের লটারির সময় ১২৯ জনের নাম তোলা হয়েছে। বাকি ১১টি আসন প্রতিবন্ধী, মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য সংরক্ষিত বলে দাবি করেছেন প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ। এ যুক্তিতে ১১টি আসনের কোন লটারি হয়নি।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ফোরামের সভাপতি মোশাররফ হোসেন। আরও বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক আবদুর রহিম রানা, সহ-সভাপতি মাসুদ আহমেদ চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুল মতিন, মহিলাবিষয়ক সম্পাদক জেসমিন আক্তার প্রমুখ।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, গতবার প্রথম শ্রেণীতে ১৪০০ আসন ছিল। কিন্তু ভর্তি করা হয়েছে ১৭০০-র বেশি ছাত্রী। অতিরিক্ত ছাত্রীরা কোন পথে ভর্তি হল? এদের নিয়ে তাহলে ভর্তি বাণিজ্য করেছেন অধ্যক্ষ, কোটি কোটি টাকা কামিয়েছেন। আর বৈধভাবে ভর্তি হওয়া আমাদের সন্তানরা শ্রেণীকক্ষে বসার জায়গা পায় না। প্রতি বছরই প্রতিবন্ধীদের জন্য ২ শতাংশ ভর্তি কোটা থাকে। কিন্তু এই স্কুলে আজ পর্যন্ত কোন প্রতিবন্ধী ছাত্রী দেখা যায়নি। তাহলে এই কোটার মাধ্যমে তারা তো অবৈধ ভর্তি বাণিজ্য করে আসছেন।

লিখিত বক্তব্যে আরও বলা হয়, চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রথম শ্রেণীর ইংরেজি মাধ্যমের ভর্তির লটারির সময় আরেকটি বড় দুর্নীতি হয়েছে। ইংরেজি মাধ্যমে আসন সংখ্যা ১৪০। লটারিতে বোনের কোটা, মুক্তিযোদ্ধা কোটা ও সাধারণ কোটাসহ নাম তোলা হল ১২৯ জনের। বাকি ১১ জনের ব্যাপারে হাজার হাজার অভিভাবক মিলিতভাবে জবাব চাইলে অধ্যক্ষ বলেন, এদের প্রতিবন্ধী, মন্ত্রণালয় ও স্কুলের শিক্ষক-কর্মচারীদের কোটা হিসেবে নেয়া হয়ে গেছে। এদের ক্ষেত্রে কোন লটারি হয় না বলে সর্বসমক্ষে জানিয়ে দেন তিনি। তাহলে বোন কোটার জন্য লটারি হবে, মুক্তিযোদ্ধার জন্য লটারি হয় আর অন্য 'অপ্রকাশিত' কোটার জন্য উনি লটারি করেন না! স্কুলের ৪টি শাখার প্রতিটির জন্যই উনি (অধ্যক্ষ) এভাবে বেশকিছু আসন হাতে রেখে দেন! আমাদের প্রশ্ন, এটা কি দুর্নীতি নয়?